দেশের পোল্ট্রি শিল্প রক্ষায়, বার্ড ফ্লু রোগ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী পোল্ট্রি শিল্পের জন্য পুন:পুন: হুমকী সৃষ্টিকারী একটি রোগের নাম হচ্ছে বার্ড ফ্লু বা এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা। পোল্ট্রি শিল্পের জন্য মরণঘাতী রোগটি বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় কখন কখন বিরাজমান বলে জানা গেছে। যেহেতু এ রোগের ভাইরাসটি তার বংশ চরিত্র ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনে সক্ষম তাই সারা বিশ্বের ভেটেরিনারি পোল্ট্রি বিশেষজ্ঞগণ এ রোগ নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে অনেকটা বিচলিত বলা যায়। এ রোগের ভাইরাসটি নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে নতুন চরিত্রের ভাইরাস তৈরিতে সক্ষম তাই এর নিয়ন্ত্রণেও নির্দিষ্ট কোন টিকা সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নয় বিধায়, টিকাও ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন করতে হবে। বর্তমানে এইচ৯ ভাইরাল স্ট্রেইনের (লো-প্যাথজোনিক) বিস্তার বাংলাদেশে আশংকা করা হচ্ছে। এ ভাইরাসটির বাংলাদেশে বিচরণ নিশ্চিতকরণে বর্তমানে এটির সার্ভিলেন্স কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এমন একটি দেশ, ভৌগলিকভাবে যার তিনপাশেই রয়েছে আন্তর্জাতিক স্থল সীমান্ত তাই বাংলাদেশে এই রোগটির নিয়ন্ত্রণ কৌশলগত দিক থেকে শ্রমসাধ্য। বিগত ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস বিরাজমান থাকলেও রোগটি সর্বপ্রথম সনাক্ত করা হয় ২০০৭ সালের শুরুর দিকে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোল্ট্রি শিল্প পুষ্টির জোগান, গ্রামীণ কার্মসংস্থান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখে বর্তমানে বিকাশমান একটি পর্যায়ে আছে। এমতাবস্থায়, বার্ড ফ্লু রোগটি ২০০৭ সাল থেকে বার বার সংক্রমণের কারণে এ দেশের বিকাশমান পোল্ট্রি শিল্প বর্তমানে বিশাল হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। ফলে দেশের ১০-১২ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগসমৃদ্ধ এ শিল্প অনেকটা অসহায় অবস্থার সম্মুখীন।

এ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিকভাবে দেশের প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞগণ আক্রান্ত খামারের জীবিত মুরগি নিধন, মুরগির চলাচল নিয়ন্ত্রণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিন্তু ভালো ফলাফল না পাওয়ায় ২০১৩ সালে পোল্ট্রি খামারিগণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ রোগের টিকা আমদানির অনুমতি প্রদান করে। টিকাগুলো পরীক্ষামূলক ব্যবহার করে এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে দেশের প্রাণিসম্পদ বিশেষজ্ঞগণ এ রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাথমিকভাবে গ্রহণকৃত পদক্ষেপ সমূহের পাশাপাশি বর্তমানে সারাদেশ ব্যাপি মুরগিতে টিকাগুলো প্রয়োগের স্বপক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বর্তমানে সময়ে দেশে মুরগির মাংস ও ডিমের যে যোগান পাওয়া যায়, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ আসে দেশী মুরগি থেকে, পঞ্চাশ ভাগ আসে বাণিজ্যিক মুরগি খামার থেকে। সুতরাং মোরগ-মুরগীর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণে দেশী মুরগির বার্ড ফ্লু রোগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও সমপর্যায়ের গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। বর্তমানে সে দেশী মুরগির ক্ষেত্রে সে ধরনের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না। এ রোগ সফলভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন যে সমস্ত গ্রামে হাঁস ও মুরগি পাশাপাশি পালন করা হয় এবং যেসব গ্রাম বিল/হাওড় বা বড় কোন জলাশয়ের ধারে অবস্থিত, সে সব গ্রাম থেকে মাংস বা ডিম পরিবহণের ক্ষেত্রে অধিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা এবং এই ব্যবস্থা রোগটি নিয়ন্ত্রণে খুবই জরুরি বলে বিবেচিত হওয়া দরকার।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রাণিসম্পদ বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের রাজস্ব বাজেটের আওতায় সারা বছর ব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। দেশে জেলা পর্যায়ে এবং বাণিজ্যিক মুরগি খামার ঘন এলাকায় আধুনিক রোগ নিরূপণ গবেষণাগার স্থাপন করাও আর একটি জরুরি বিষয়। এ রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সাফল্য আনতে খামারিগণের জন্য প্রশিক্ষণও বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। অতএব দেশের এই বিকাশমান পোল্ট্রি শিল্প রক্ষায় প্রাণিসম্পদ বিভাগে উল্লেখিত সময়োপযোগী পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

সম্পাদকীয়

'এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।